আরবান একাডেমি
রাজপাড়া, পূর্বধলা, নেত্রকোনা
শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

শিশু সুরক্ষা ও আইনঃ

১. শিশু কে?

শিশু হল ১৮ বছরের অনুর্ধ্ব যে কোন ব্যাক্তিই শিশু ।

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কোনো ভেদাভেদ ছাড়া সমস্ত রকমের শিশুকে সুরক্ষা দেওয়া।

২. সুরক্ষা কি?

সুরক্ষা বলতে বোঝায়, যে কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে শিশুরা সব রকমের বঞ্চনা, নির্যাতন (শারীরিক ও মানসিক) লঙ্ঘনা থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের প্রাথমিক অধিকারগুলি অর্জনের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে

৩. কিভাবে?

বর্তমান আইন, পরিষেবা, ব্যবহার এবং কাজের ধারার মাধ্যমে।

৪. কোথায়?

শিশুদের পরিবার, বিদ্যালয়, কোন প্রতিষ্ঠান, পুলিশ হেফাজত, সমাজ, গোষ্ঠী, সমস্ত জায়গায় যেখানে শিশুরা থাকে।

৫. কাদের দ্বারা?

সমস্ত রকম কর্তব্য পরায়ন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যেমন সরকার এবং সরকারী কর্মচারি, শিক্ষক, সমাজসেবি, পিতা-মাতা, শিশু প্রতিপালনকারি ব্যক্তি, নাগরিক, সামাজ, বিচারক, পুলিশ এবং শিশুদের নিজেদের দ্বারা।

৬. কখন?

সবসময় অর্থাৎ সাধারণ সময়ে এবং জরুরী অবস্থায়।

৭. কেন?

শিশুরা যাতে তাদের জীবন ধারণের অধিকার, সামগ্রিক বিকাশের অধিকার এবং নিরাপত্তার অধিকার অর্জনে সক্ষম হয়, যাতে শিশুর শৈশব বজায় থাকে।

৮. শিশু সুরক্ষার বিষয় বস্তুঃ

শিশু সুরক্ষা বলতে আমরা বুঝি কোনো শিশু লাঞ্ছনা, অবহেলা বঞ্চনার শিকার হবে না, প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকারগুলি যেমন যত্ন ও সুরক্ষা এবং ন্যায় বিচার সুরক্ষিত হবে এবং শিশুটি সামগ্রিকভাবে বিকাশ লাভ করবে। শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে যেমনঃ শিশু লাঞ্ছনা, দেহ ব্যবসায়ে শিশুকে যুক্ত করা, শিশু পাচার, শিশু শ্রম এবং ক্ষতিকর কিছু গতানুগতিক প্রথা যেমনঃ কন্যা ভ্রুন হত্যা, অপুষ্টি, পাচার, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। কিছু আপতকালীন পরিবেশে যেমন জরুরী অবস্থায়, যুদ্ধের সময়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এবং শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুদের বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৯. **বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষার প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল:**

- **শিশু শ্রম**
- **বাল্যবিবাহ**
- **বিভিন্ন কারণে শিশু পাচার**
- **অবহেলা এবং শিশু নির্যাতন- শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং যৌন নিগ্রহ**
- **যৌন হেনস্থা**
- **পরিবারের যত্ন না পাওয়া শিশু যেমন- অনাথ এবং যারা প্রতিষ্ঠানে থাকে, HIV/AIDS আক্রান্ত বা প্রভাবিত শিশুরা**
- **আইনের সাথে সংঘাতে থাকা শিশুরা**
- **কন্যা ভ্রুন হত্যা**
- **শারীরিক অক্ষম শিশুরা**
- **দুর্যোগ কবলিত শিশু**

শিশুর অধিকারগুলির ওপর রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে শিশুদের জন্য কি কি অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে।

শিশুর অধিকার গুলিকে রাষ্ট্রপঞ্জ চারটি মূল বিষয়ে ভাগ করেছে। এই চার ধরনের অধিকারগুলির প্রত্যেকটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ, সহজাত, সার্বজনীন, অবিচ্ছিন্ন, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের সম্পূরক। এগুলি হল:

- **শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার**
- **শিশুর সুরক্ষা**
- **শিশুর সামগ্রিক বিকাশের অধিকার**
- **শিশুর অংশগ্রহণের অধিকার**

ভারতীয় সংবিধানে কিভাবে শিশু সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করে:

ভারতীয় সংবিধানে শিশুদের জন্য কিছু অধিকার কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারায় নথিবদ্ধ আছে, যেমনঃ

- সাম্যের অধিকার (১৪ নং ধারা)
- বৈষম্যহীনতার অধিকার (১৫ নং ধারা)
- নারী এবং শিশুদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা (১৫(৩) নং ধারা)
- জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (২১ নং ধারা)
- ৬-১৪ বছরের শিশুদের জন্য অবৈতনিক এবং আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার (২১ক ধারা)
- পাচার হওয়া থেকে এবং বলপূর্বক শিশু শ্রম থেকে সুরক্ষার অধিকার (২৩নং ধারা)
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার অধিকার (২৯ নং ধারা)

- ১৪ বছর বয়সের আগে কোনো কারখানা, কয়লা খনি এবং যে কোনরকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হওয়া থেকে নিবৃতির অধিকার (২৪ নং ধারা)

ভারতীয় সংবিধান নির্দেশাত্মক নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের ওপরেও কিছু দায়িত্ব আরোপ করেছে যেমনঃ

- **কর্মী, নারী, পুরুষ এবং শিশুদের স্বাস্থ্য এবং ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয় এবং দেশের কোনো নাগরিক যাতে তার আর্থিক সংস্থানের জন্য এমন কোনো পেশার সাথে যুক্ত না হয় যেটি তার বয়স এবং শারীরিক দক্ষতার সাথে মানানসই নয় সেটি সুনিশ্চিত করা (৩৯(ঙ) নং ধারা)**
- **শিশুরা যাতে একটি সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাধীনভাবে, মর্যাদার সাথে বেড়ে ওঠার সকল সুযোগ এবং সুবিধা পায় এবং শৈশব এবং কৈশোর যাতে সব রকমের অপব্যবহার এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে সুরক্ষিত থাকে (৩৯(চ) নং ধারা)। রাষ্ট্র প্রাক-শৈশব যত্ন এবং ৬ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সব শিশুর শিক্ষাকে নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করবে (৪৫ নং ধারা)**
- **পিছিয়ে পড়া এবং দুর্বল শ্রেণীগুলির জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা এবং আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা চালু করতে, বিশেষত তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং সকল রকমের সামাজিক এবং অপব্যবহার থেকে সুরক্ষিত করতে হবে (৪৭ নং ধারা)**
- **জনগণের জীবনযাত্রার মান এবং পুষ্টির মানকে উন্নত এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করা। বিষে একমাত্র ঔষধ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর মাদক পানীয় এবং দ্রব্যের ব্যবহার না করার জন্য চেষ্টা করবে (৪৭ নং ধারা)**

শিশু সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করার নির্দিষ্ট আইন

নিম্নলিখিত আইনগুলি শিশু সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত–––

- গর্ভধারণের আগে এবং জন্মের আগে ভ্রুন নির্ণায়ক কৌশলসমূহের (লিঙ্গ নির্ধারণের নিবারণ) আইন, ১৯৯৪ (pre-conception and pre Nantal Diagonstic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994)
- বাল্য বিবাহ নিবারন আইন, ২০০৬ (child marriage Prohibition Act,2006)
- শিশু শ্রমিক (নিবারন ও নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮৬ child labor (Prohibition and Regulation) Act1986
- অর্থনৈতিক পাচার প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৬ (Immoral Traffic Prevention Act 1956)
- অক্ষমতা প্রতিরোধকারি (সমান সুযোগ প্রদানকারি, অধিকার সুরক্ষা ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকারি) আইন (Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995

- কিশোর ন্যায় বিচার (শিশু যত্ন ও সুরক্ষা) আইন ২০০০ এবং আইনি সংশোধন, ২০০৬ (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and its Amendment 2006)
- শিশুর অধিকারগুলির জন্য শিশু সুরক্ষা কমিশন আইন, ২০০৫।
- শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯।
- যৌন নিগ্রহ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন ২০১২ ।

উপরিল্লিখিত আইনগুলির প্রণয়নের জন্য সরকার ইতিমধ্যে নির্দেশাবলী তৈরী করেছেন। এগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত এমন অসংখ্য ধারা ভারতীয় দন্ডবিধিতে আছে যেগুলি শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে এবং যারা শিশু সুরক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করে তাদের যথাযথ শাস্তি প্রদানে সহায়তা করে।

বর্তমানে শিশু সুরক্ষার জন্য প্রকল্প চালু আছেঃ

শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি হলঃ

- কিশোর ন্যায় বিচার বিষয়ক একটি কর্মসূচি।
- পথ শিশুদের জন্য একটি সুসংহত কর্মসূচি।
- শিশু গৃহ কর্মপরিকল্পনা ও দত্তক গ্রহণ সক্রান্ত কর্মসূচি।
- অন্যায় , অবহেলিত, দুর্যোগ কবলিত, বঞ্চনার শিকার, মানসিক ভারসাম্যহীন শিশুর জন্য আবাস।
- আইনের জন্য সংঘাতে লিপ্ত শিশুদের জন্য আবাস।
- ন্যায় বিচার প্রদানে বিধিবদ্ধ সংস্থা।
- অনাথ ও দুঃস্থ শিশুদের জন্য আবাস।

এছাড়া যে অন্য প্রকল্পগুলি চালু আছে সেগুলি হলঃ

- যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষা ও সুরক্ষা প্রদান কর্মসূচি
- কর্মরত ও অসুস্থ শিশুর মায়েদের শিশুদের (০-৫) রক্ষণের জন্য ক্রেশ প্রকল্প
- জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় (কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রনালয় পরিচালনাধীন)
- সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের আয়ত্তাধীন যৌনকর্মীদের সন্তানদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প
- মানুষ পাচার রোধের জন্য এবং পাচারের শিকার শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য উজালা পকল্প

সূত্রঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু বিকাশ দফতর